হজ উমরা ও যিয়ারত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায় : নবীজী ও তাঁর সাহাবীগণের হজ-উমরা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

বাতহা নামক জায়গায় অবস্থান

৩৯- ‘জাবের রা. বলেন, আমরা বের হয়ে বাতহা[1] নামক জায়গায় গেলাম। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় একজন লোক বলতে লাগল,

عَهْدِي بِأَهْلِي الْيَوْمَ

‘আজকে আমার পরিবারের সাথে আমার সাক্ষাতের পালা।’’[2]

৪০- ‘জাবের রা. বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলাম। অতপর আমরা বললাম, আমরা হাজী হিসেবে বের হয়েছিলাম। হজ ছাড়া আমরা অন্য কিছুর নিয়ত করিনি। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে আরাফা দিবস আসতে যখন আর মাত্র চার দিন বাকী।’[3] ‘এক বর্ণনায় এসেছে, পাঁচ রাত্রি, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হই। অতপর আমরা আমাদের আরাফার উদ্দেশ্যে (মিনাতে) গমন করব, অথচ আমাদের লিঙ্গসমূহ সবে মাত্র বীর্য স্খলিত করেছে। [অর্থাৎ এটা কেমন কাজ হবে?] বর্ণনাকারী বললেন, আমি যেন জাবের রা. এর কথার সাথে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখানোর ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছি। মোট কথা, তাঁরা বললেন, আমরা কিভাবে তামাত্তু করব অথচ আমরা শুধু হজের উল্লেখ করেছি।’[4]

৪১- জাবের রা. বলেন, ‘বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে পৌঁছল। আমরা জানি না এটা কি আসমান থেকে তাঁর নিকট পৌঁছল নাকি মানুষের নিকট থেকে পৌঁছল।’[5]

ফুটনোট

[1]. বায়তুল্লাহর পূর্বদিকে অবস্থিত।

[2]. মুসনাদে আহমদ।

[3]. মুসনাদে আহমদ।

[4]. বুখারী, মুসলিম।

[5]. মুসলিম।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7359

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন